দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ DEC. 28 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

মৌলভীবাজারের বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ভারপ্রাপ্ত'দের দিয়া চলিতেছে

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা ।। জেলার বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরিয়া ভারপ্রাপ্তদের দিয়া চলিতেছে। মৌলভীবাজার সরকারী ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান '৯৮ সালে অন্যত্র বদলী হইয়া গেলে পদটি শূন্য হইয়া যায়। ইহার পর হইতে এই পদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ভারপ্রাপ্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এই কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন ইংরেজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ ফিরোজ। বর্তমানে এই কলেজে ছাত্র-ছাত্রী আছে ১২২১ জন। শিক্ষকের পদ আছে ৬১টি। কর্মরত আছেন ৪৪ জন। শূন্য পদ ১৭টি। ভাইস

(১২শ পৃঃ দ্রঃ)

মৌলভীবাজারের

(৩য় পৃঃ পর)

প্রিন্সিপালের পদটি গত ২ বৎসর যাবৎ খালি। গত '৯৪ সালে এই কলেজে ১১টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করার আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু অদ্যাবধি অনার্স চালুর কোন আলামত পরিলক্ষিত হইতেছে না। মৌলভীবাজার সরকারী মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে একজন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন করিতেছেন। মৌলভীবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ বশিরউদ্দিন অবসর গ্রহণ করার পর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা নুরুন্নাহার বেগম ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। স্কুলে বর্তমানে ছাত্র ৮৫১ জন। শিক্ষকের পদ আছে ২৭টি। কর্মরত আছেন ২০ জন। শূন্য আছে ৭টি পদ। আলী আহমদ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা প্রায় ১ বৎসর যাবৎ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন।

এই স্কুলে বর্তমানে ছাত্রী আছে ৮০৯ জন। শিক্ষকের পদ আছে ২৭টি। কর্মরত আছেন ২৩ জন। শূন্য আছে ৪টি পদ। সব কিছু মিলাইয়া জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়ার মান পড়িয়া গিয়াছে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে।